Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খায়রুন নাহার আখিঁ

রোলঃ 227020565

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খায়রুন নাহার আখিঁ

রোলঃ 227020565

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ খায়রুন নাহার আখিঁ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খায়রুন নাহার আখিঁ, আইডিঃ 227020565 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কুরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Akhi

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

খায়রুন নাহার আখিঁ

আইডিঃ 227020565

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1
চোখে চশমা 5
বর্ডার 7
লবনের স্বাদ, লবন ছাড়া বিস্বাদ 10
এত ভালো, ভালো না) 14
সফট কর্ণার 18

ভূমিকা

হামদান, কাছিরান, ত্বায়্যিবান, মোবারাকান ফিহ।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বজ্ঞানী। ইলমের বিশাল ভান্ডার থেকে আমাদেরকে ইলম দিয়েছেন যা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ, বিশেষ নেয়ামত।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তখন তার সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল এমন যার সাওয়াব বন্ধ হয় না।'
০১. ছাদক্বায়ে জারিয়া অর্থাৎ- প্রবাহমান ছাদক্বাহ।
০২. ইলম : যার দ্বারা জনগণ উপকৃত হয়।
০৩. নেক সন্তান : যে তার জন্য দুআ করে। (সহীহ মুসলিম, ১৬৩১)

ওহীর সূচনা থেকে শেষ অব্দি ইলমের নূর দিয়ে এই জগতকে আলোকিত করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।বিশ্বজাহানের সর্দার মোহাম্মদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** কে ওহীর এই অফুরন্ত জ্ঞান শিশু থেকে নিয়ে বৃদ্ধ সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন।
উনার দেখানো পথে আমরাও ইলমের নূর সবার মধ্যে পৌঁছে দিব ইন শা আল্লাহ । কিন্তু বর্তমান সময়ে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে যতটা ইলম শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয় বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর সিকিভাগ ও দেওয়া হয় না।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ)

“প্রতিটি প্রাণ মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; অতঃপর তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরা অনকাবুত ২৯:৫৭)
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে যুবক কিংবা বৃদ্ধ। তাই আখিরাতের পাথেয় অর্জনে দ্বীনি ইলম অর্জন অত্যাবশ্যক। নতুবা শিরক,কুফরের মধ্যে থেকে জিল্লতির মউতের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

আল-আলীম

আল আলীম অর্থ মহাজ্ঞানী।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইলম দ্বারা তিনি এই বিশ্বজগত বেষ্টন করে আছেন।
এই পৃথিবীর কতশত অলৌকিক বিষয়াদি যা আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে।এই সকল জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী আল-আলীম।আমাদের গোপন-প্রকাশ্য, দেখা-অদেখা,জানা-অজানা

সবকিছুই তিনি জানেন।অতীত,বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। জান্নাত-জাহান্নাম,হাশর-মিযান কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه:]

"তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয় জানেন।"[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭]
আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য মাখলুকের মাঝে শুধু মানুষকেই ইলমের নূর দান করেছেন,ইলম দ্বারা সম্মানিত করেছেন।
আল্লাহ তায়ালার সূক্ষাতিসূক্ষ জ্ঞান সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস এবং কুরআনের আয়াত রয়েছে।
﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ٥٩﴾ [الانعام: ٥٩]

“আর কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন এবং জমিনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।” [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫৯]
দ্বীনের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক।যে জ্ঞানের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই সে জ্ঞান কোনো কাজ আসবেনা। আর যে জ্ঞান উপকারী তাই কল্যাণকর। হাদিসে এসেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।”(সহীহ বুখারী:৭১)
দুনিয়াবি উপকারী জ্ঞানকে পুঁজি করেও দ্বীনের মেহনতে ব্যয় করা যায়। জ্ঞানের সঠিক শিক্ষা আর ব্যবহারই জ্ঞানকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়।দ্বীনহীন জ্ঞান থেকে দুনিয়াবী উপকার পেলেও তা কল্যাণের গোড়দোড়ায় নিয়ে যায় না।
দেহের অসুস্থতার জন্য যেমন ডাক্তার রয়েছেন, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেন, ওষুধ দিয়ে থাকেন সুস্থতার জন্য। তেমনি রুহের অসুস্থতার জন্য রয়েছেন আল-আলীম। যিনি আমাদেরকে ওহির জ্ঞান দ্বারা সতর্ক করেছেন। কিয়ামতের মহাবিপদ সম্পর্কে অবগত করেছেন আবার এর ওষুধ ও বলে দিয়েছেন যাতে আমরা তা তালাশ করি।
ইলম হচ্ছে নূর। এই নূর দ্বারা আখিরাত আলোকিত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দুনিয়ার জমিনে সবথেকে জ্ঞানী যার শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আল্লাহ তায়ালা ইলমের মাপকাঠিতে আলেমদের সম্মানিত করেছেন যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন এবং অন্যের মধ্যে তা প্রচার করেন।
দ্বীনের জ্ঞানের মহা উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। কুরআন সম্পর্কে হাদিসে এসেছে..
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه.

তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়। (-সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭)

ইলমের জরুরত

ইলম অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। সাধারণত জ্ঞান শব্দটা মাথায় আসলে চোখের সামনে স্কুল,কলেজ,ভার্সিটি, মোটিভেশনাল স্পিচ একগাদা পরীক্ষা, জিপিএ-৫,মিষ্টি বিতরণ এগুলোই সামনে আসে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আদেশ-হুকুম হচ্ছে

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.ۚ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।(সূরা আলাক্ব:০১)

দুনিয়ার ইলম শিক্ষা যতটা জরুরি তার থেকে বেশি জরুরি আখিরাতের ইলম।কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন না করলেও জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে যদি সে ওহীর জ্ঞান কে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে।কারণ ওহীর জ্ঞানেই দুনিয়ার যাবতীয় শিক্ষা সীমাবদ্ধ।তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ওহীর শেষে বলেছেন

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম' (সূরা আল-মায়েদা:৩)।

আমাদের জন্য যতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন ততটুকু দিয়েই ওহীর সমাপ্তি হয়েছে।

যে গাড়ি চালায় তাকে বিমান চালাতে দিলে সে পারবেনা কারণ তার এই জ্ঞান নেই তেমনি কেউ দুনিয়াবি সকল জ্ঞান অর্জন করে নিল অথচ সালাতের জন্য যে অযুর প্রয়োজন তা জানল না তখন তার এই জ্ঞান পূর্ণতা পাবেনা। কারণ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। মুসাফিরের মতো এসে আবার মুসাফিরের মতোই চলে যেতে হবে। বাকি যে সময়টুকু আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাওয়া তাকে আখিরাতের পথে ব্যয় করতে হবে। নতুবা মৃত্যুর পরের অনন্তকালীন জীবনে আফসোস ব্যতীত কোনো কিছুই থাকবেনা।

এই জ্ঞানের অভাবে সবথেকে বেশি ভুক্তভোগী হবেন বয়স্ক মানুষেরা।জীবনের শেষাংশে এসে দেখা যাবে এত এত ভালো কাজ হয়েছে জীবনের খাতায় অথচ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় জবান দিয়ে কালিমা উচ্চারিত হতে চাচ্ছে না।উনারা জীবনের অর্ধেকটা পাড়ি দিয়ে যখন সংসার নামক জঞ্জাল আর নামমাত্র দুনিয়াবি সুনাম, সফলতার পিছনে ছুটে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের কথা বেমালুম ভুলে যান ঠিক তখনই দ্বীনের জ্ঞানের ঘাটতিতে উনাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। শিরক, বিদ'আত, কুফরি, মুনাফিকির মতো ভয়ংকর গুনাহের মধ্যে দিনাতিপাত করেন।আর পরে জবান দিয়ে কালিমার বুলি আর আওড়ানো সম্ভব হয়ে উঠেনা।একটি সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার তাদের হাতেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। তখন দ্বীনের জ্ঞানের অপরিপক্কতায় তারা পুরো জাতিকে জাহিলিয়াতের দিকে নিয়ে যান।

বর্তমান দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ দ্বীন বলতে শুধু সালাত,রোজা আর কিছু ফেস্টিভ্যাল ঈদ,কুরবানি এগুলো ব্যতীত কোনো কিছুই চিনেন না।তেমনি বয়স্ক মানুষজন ও তাদের বাপ-দাদার থেকে পাওয়া দ্বীন ব্যতীত আর কোনো কিছুই চিনেন না বা চিনতে চান না।দ্বীনের যে ব্যসিক জ্ঞানটুকু সকলের জানা প্রয়োজন তা তারা তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে ভুল-শুদ্ধের মিশ্রণে পেয়েছেন। যার ফলে এই ভুলের মধ্যেই দিন গড়ায় তা আর শুধরানোর প্রয়োজনবোধ করেন না। একেই সঠিক দ্বীন ধরে নিয়ে সময় চলে যায়।

তাই তো দ্বীনের জ্ঞান জানাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন।এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪)

দ্বীনি জ্ঞানের অভাব খুবই ভয়ংকর। কারণ তা হয়তো আপনাকে জাহান্নাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।

চোখে চশমা

যারা জীবন- যৌবন পাড়ি দিয়ে একটা বয়সে উপনীত হন তাদেরকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সম্মানের চোখে দেখেন। তাদের কথা কাজের মূল্য থাকে সবার কাছে। তাদের দ্বারাই একেকটি পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ অথবা দুনিয়াবি পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে তারা যেমন অধঃপতনের দিকে ছুটেন তেমনি সাথে করে পুরো একটি গোষ্ঠীকেও নিয়ে যান। ইসলামের নামে বিভিন্ন রীতিনীতি তারাই উৎপত্তি করেন।তা প্রচার লাভের পর সকলে এটাকে আমলে পরিণত করে দ্বীনের নামে বাড়তি কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করেন।কুরআন নিয়েও তাদের কত ভ্রান্ত ধারণা।

একটু বয়স্ক মানুষজন কুরআন কে শুধুমাত্র তেলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন।এর অর্থ, ব্যাখ্যা কুরআন নিয়ে গবেষণা,আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিধান জানা এবং মানা এই সবগুলো সম্পর্কেই তারা অজ্ঞ। পূর্ববর্তী সময়ে কুরআনকে যেভাবে ভুল উচ্চারণে শিখেছেন সেটাই যথেষ্ট মনে করেন। অথচ কুরআনের জ্ঞান কতই না বিশাল।কুরআন যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো নয় তা তারা কখনো বুঝার চেষ্টা করেন নি।যার ফলে কুরআনকে শুধুমাত্র তেলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। শুধু তাই নয় রমজান মাস ব্যতীত কুরআনের আর কোনো কাজ আছে বলে তাদের জানা নেই।

ভ্রান্তির বেড়াজালে চশমার পাওয়ারে যেন সব আড়াল হয়ে গিয়েছে। দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের স্বল্পতা আমাদের বাবা-মা থেকে নিয়ে দাদা-দাদি, নানা-নানি পর্যন্ত সকলেই শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত।শহরের দিকের অবস্থা গ্রামের তুলনায় হয়তো একটু ভালো। তবে গ্রামের দিকের অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

প্রথমত: কুরআন শিক্ষাকে জীবিত অবস্থায় ঠিক যতটা গুরুত্ব দেন মৃত ব্যক্তির জন্য তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। যেমন:কেউ মারা গেলে দাফনের আগ পর্যন্ত সকলে গোল হয়ে মৃত ব্যক্তির আশপাশে কুরআন খতম করেন। একে মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াবের মনে করেন।কেউ এর ব্যতিক্রম করলে এটাকে আড়চোখে দেখেন। অথচ মৃত ব্যক্তির জন্য তো কুরআনের আয়াত পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এই ব্যবস্থা জীবিত থাকা অবস্থায়।বেঁচে থাকতে কুরআনের নূর দ্বারা জীবনকে যত আলোকিত করতে পারবে মৃত্যুর পর কবর এবং আখিরাত ততই আলোকিত হবে।

দ্বিতীয়ত: শিরক।সমাজের একটু বেশি বয়সের মানুষজন দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে সবথেকে বেশি শিরকে লিপ্ত এবং পীর প্রথাকে মানেন। তাদের ধারণা এমন যেন কেউ মাধ্যম হিসেবে না থাকলে আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়। কারো না কারো মুরিদ হয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে।এই অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ অনুকরণ তাদেরকে ইমানহারা করে ফেলে অথচ তারা এই সম্পর্কে বেখবর।

আরেক প্রকার হচ্ছেন মাজার পূজারী। মাজার ভক্ত। তাদের চাওয়া-পাওয়া সব মাজারের কাছেই।এর বাইরে সবথেকে দুঃখের বিষয় হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানকে তারা ইসলামের মতো সমান চোখে দেখেন।সাধারণ অনুষ্ঠানের মতো সেগুলোতে যাওয়া আসা করেন।

তৃতীয়ত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহের কোনো প্রতিফলন থাকেনা তাদের মধ্যে। দ্বীনের ফরজ বিধান গুলো সম্পর্কে না জানার কারণে হজ্জ,যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত গুলোকে জীবনের শেষ বয়সে গিয়ে ফরজ হয় বলে মনে করেন।যাকাতের সঠিক সময়ে সঠিক বন্টন না করার কারণে সমাজে অশান্তি,বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।অধিকাংশ মানুষই যাকাতের বিধান সম্পর্কে অবগত নন।এই বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং আমল করা আবশ্যক।

চতুর্থত : শত শত মসজিদের গম্বুজ আজ আকাশ ছোয়া তবে জমিনে গুলো খালি পড়ে থাকে মুসল্লিবিহীন,জমিনে কপাল ঠেকানোর মতো মানুষের বড্ড অভাব। মিম্বর থেকে হকের পক্ষে গর্জন আসেনা। যার ফলে সমাজের মাথা হয়ে বসে থাকা ব্যক্তিরাই অন্যায়ভাবে শাসন -শোষণ করেই যাচ্ছেন। আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো আইনের প্রয়োগ আজকে আমাদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চম:গুনাহের পর তাওবাকে মৃত্যুশয্যায় পতিত হয়ে মসজিদের ইমামকে দিয়ে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ানোকে রীতি বানিয়ে নিয়েছেন। এত শত গুনাহ এই এক মুহূর্তেই যেন একবারের হুজুরের বলায় মাফ হয়ে যাবে। যেন গুনাহের সকল দায়বার মসজিদের ইমামের।অবস্থা এমন যেন আজরাইল আলাইহিসসালাম এসে বলবেন যান মসজিদের ইমাম নিয়ে আসুন আর তাওবাহ করুন তারপর আমি জান কবজ করব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন,আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সবথেকে প্রিয় ছিলেন।তবুও তিনি অধিক তাওবাকারী ছিলেন। হাদিসে এসেছে

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও বেশি ইস্তিগফার ও তাওবা করে থাকি।'
(বুখারি, হাদিস : ৬৩০৭)

এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা না থাকার ফলে দ্বীনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি চলতে থাকে। তাই দ্বীনের ইলম যেমন যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের জন্য জরুরি তেমনি আমাদের অভিভাবক এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অধিক জরুরি।

বর্ডার

যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।(সূরা যুমার :০৯)

যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কখনো সমান হতে পারেনা। দ্বীনকে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদাতের আর নিয়মের মধ্যে নিয়ে তাতে বর্ডার দিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন এর বাইরে দ্বীনের কোনো অস্তিত্ব নেই।বয়স হয়ে যাওয়া যারা দ্বীনের জ্ঞান সম্পর্কে বেখবর তারা দ্বীনের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কেই জানেন না আর যারা মৌলিক বিষয় গুলো জানেন তারা সঠিক ভাবে মানতে পারেন না।

যেমন:৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ। এই ফরজ সালাতের বাইরে শুধু তাহাজ্জুদ আর তারাবি পর্যন্তই তাদের সীমাবদ্ধতা। এর বাইরে নফল সালাত পড়লে সেটা শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নবী এগুলোকে কেন্দ্র করে পরে থাকেন। যার মধ্যে নিয়তের বিশুদ্ধতায় নেকি হয়না বরং উল্টো গুনাহের রাস্তা খুলে যায়।সালাতুত দোহা, ইস্তেখারার সালাত,সালাতুল হাজত, সালাতুল খুসূফ(চন্দ্র ও সূর্যগ্রহনের সময় যে সালাত পড়া হয়) এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ সালাত রয়েছে যা অনেক বেশি ফজিলতপূর্ণ। দ্বীনের ইলম অর্জন না করার ফলে অনেক ফজিলপূর্ণ ইবাদাত থেকেই তারা বিমুখ থাকেন।

শুক্রবার একটি শ্রেষ্ঠ দিন। মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। কিন্তু এই শুক্রবারকে শুধুমাত্র ছুটির দিন হিসেবেই কাটিয়ে দেওয়া হয়। আর গ্রামে গঞ্জে জুমার দিন মানে মসজিদে আখনি আর জিলেপি বিতরণ এর মাঝেই হৈ-হুল্লোড় পর্যন্ত শুক্রবারের বর্ডার।অথচ এই দিনটি কতইনা উত্তম আর নেক আমলে ভরপুর একটি দিন।এই দিনের ফজিলতপূর্ণ কিছু আমল হলো সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা,বেশি বেশি দুরুদ পড়া, মসজিদে আগে যাওয়া, খুতবা শোনা, দোয়া কবুলের মুহূর্ত তালাশ করা, দোয়া করা। জুমার দিন সম্পর্কে হাদিসে এসেছে

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমার দিনে এমন একটা সময়ে রয়েছে, যাতে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তাই দেন। অতএব তোমরা আছরের শেষ সময়ে তা তালাশ করো। (আবু দাউদ, হাদিস : ১০৪৮)

আরও কিছু বর্ডার যা সমাজে দ্বীনের জ্ঞানের স্বল্পতায় প্রচলিত তার মধ্যে আমাদের মোহাব্বতে মুস্তফা (সা:) কি নিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ মডেল। উনার আদর্শই আমাদের জন্য সর্বোত্তম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কে আকঁড়ে ধরে আমরা দ্বীনের পথে অগ্রসর হব। কিন্তু বর্তমানে এ নিয়ে সবথেকে ভুল ধারণা রয়েছে আমাদের অভিভাবক এবং বয়স্ক মানুষের মধ্যে। তাদের মতে সম্মিলিত ভাবে দরুদ পড়া, মিলাদ করা, ঈদে মিলাদুন্নবী তে র‍্যালি দেয়া তা উদযাপন করা এগুলোই হচ্ছে রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন।

কিন্তু আমাদের জন্য ফরজ হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর কথা কাজের প্রতিফলন ঘটানো। সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন গড়ে তোলা।তিনি যেমন ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক,রাষ্ট্রনায়ক তেমনি ছিলেন একজন উত্তম পিতা একজন উত্তম স্বামী। তিনি যেমন ছিলেন উত্তম প্রতিবেশি তেমন ছিলেন উত্তম বন্ধু ও। দুনিয়াবী অক্ষর জ্ঞান উনার ছিল না কিন্তু তিনি ছিলেন সবার থেকে জ্ঞানী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ আমাদের জীবনের সকল কঠিনকে সহজ করে দেয়।

নিশ্চয় আল্লাহ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো‘আ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। (আল আহযাব:৫৬)

এখনো অনেক মানুষ জানেন না যে দরুদ কি,কেন পড়তে হবে, এর ফজিলত কতটুকু।

হাদীসে আছে, হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ হবে।-সুনানে নাসায়ী ১/১৪৫; মুসনাদে আহমদ ৩/১০২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত সম্পর্কে পড়া, এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা উনার রাস্তা অনুসরণ করাই হচ্ছে রাসূলের প্রতি আমাদের মোহাব্বতের প্রকাশ।

কিন্তু বর্তমানে সবথেকে বেশি রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে মিথ্যাচার করা হয়।সর্বত্র জাল হাদিসের ছড়াছড়ি।জাল হাদিস সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেন

“তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।”*বুখারী, আস-সহীহ ১/৫২*

উনার(সা:) আদর্শকে বাদ দিয়ে কুফরি আদর্শ অনুসরণ করা হয়।বর্তমানে বয়স্ক মানুষেরা খাওয়া শেষে মিষ্টি খাওয়াকে রাসূলের সুন্নাহ হিসেবে ফলো করলেও মেসওয়াক যে কত বেশি প্রিয় রাসূলে (সাঃ) এর সুন্নাহ তা সম্পর্কে মোটেও অবগত নন। তিনি যে হকের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, এতিমকে কাছে টেনে নিয়েছেন, আত্মীয়তার হক রক্ষা করেছেন এগুলো সম্পর্কে বর্তমান সময়ে আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। চায়ের কাপের সাথে এইসব বিষয় নিয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনার ঝড় উঠেনা। যা আলোচনায় থাকার অপেক্ষা রাখে।

তাই এই বর্ডারকে তুলে দিয়ে রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে জানা উনার সীরাত সম্পর্কে জানা, উনার সুন্নাহ গুলো শিখা, উনাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে উনাকেই মডেল হিসেবে নেয়ার মানসিকতা তৈরি করা সীরাতের শিক্ষা অর্জন করা সকল স্তরের মানুষের জন্যই অত্যাবশ্যক।বিশেষভাবে আমাদের অভিভাবক এবং বয়োবৃদ্ধদের জন্য।

লবনের স্বাদ, লবন ছাড়া বিস্বাদ

ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই জন্ম-মৃত্যু,ব্যবসা -বাণিজ্য,বিয়ে,সন্তানাদি প্রতিটি ধাপেই ইসলামের জ্ঞান প্রয়োজন।তবে বর্তমানে ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে শুধু ধর্ম ব্যবস্থায় রুপান্তর করা হয়েছে।যার ফলে বয়োবৃদ্ধ যারা তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য,চাকরি, শিক্ষা ব্যবস্থা , বিয়ে,রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা,অর্থনীতি,বিনোদন, খেলাধুলা, সকল পর্যায়ে ইসলামের নিয়ম-নীতি,শরীয়তের গন্ডি সম্পর্কে জানতে হবে।

লেনদেন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লেনদেনের ভিত্তিতে অনেক কার্য সম্পাদন হয়ে থাকে। যাতে দ্বীনকে গুরুত্ব দেয়া হয়না। অথচ লেনদেনের ক্ষেত্রে দ্বীনের জ্ঞান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমানতদারিতা, সৎ, আস্থাভাজন,যোগ্যতা,কৌশল অবলম্বন ইত্যাদি গুণাবলি দ্বীনের সাথে জড়িত আর এসব গুণ লেনদেনের সাথেও জড়িত।

ব্যবসা,চাকরি এগুলোর মাধ্যমে মানুষের রিজিক এর ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। এর মধ্যে লেনদেনের ব্যাপারটাও বিদ্যমান। এখানে হালাল-হারামের সম্পর্ক রয়েছে।হারাম বক্ষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রা:)আনহু হতে বর্ণিত
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে লোক সকল ! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু ক্ববূল করেন না। আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন, মু'মিনদেরকেও সেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন।

তিনি বলেছেনঃ "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত" – (সূরা আল-মু'মিনূন ৫১)।
তিনি আরো বলেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে রিযিক্ব দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর" – (সূরা আল –বাক্বারাহঃ ১৭২)।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং সারা শরীর ধূলি মলিন। সে আসমানের দিকে হাত দরায করে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ

তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দু'আ কিভাবে ক্ববূল হতে পারে।

মানুষকে তার প্রত্যেকটা কাজের হিসেব দিতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে।মানুষের হাত-পা, চোখ-মুখ সব সাক্ষ্য দিবে সে দুনিয়ার জমিনে যা কামাই করেছে।

আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার পা সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার আয়ু কী কাজে ব্যয় করেছে, তার ইলম দ্বারা কী আমল করেছে, তার সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে, তার দেহ কোথায় ধ্বংস করেছে?—এসব সম্পর্কে।(তিরমিযি ২৪১৭)

আবার প্রাত্যহিক জীবনে মা-বোনদেরকেও নানা ধরনের লেনদেন করতে হয়। হয়তোবা প্রতিবেশীর সাথে অথবা আত্মীয়স্বজন বা পরিবারের কোনো সদস্য।এই সবগুলোই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটা কাজেকর্মে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। হালাল-হারামের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।কোন কাজে সরাসরি সুদ না হয়ে সুদের লেনদেন হবে, কোন কাজ সরাসরি হারাম না হয়েও হারামের পর্যায়ের এই সবগুলো দ্বীনের জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত।বর্তমান সমাজে সুদ এত নিঁখুত ভাবে প্রবেশ করেছে যে এর সঠিক জ্ঞান থাকলে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত:
রাসুল (সা.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও তার সাক্ষীদ্বয়ের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন এরা সবাই সমান অপরাধী। (সহীহ মুসলিম, হাদিস : ৩৯৮৫)।

দৈনন্দিন জীবনে বিনিময়ের যে সার্কেল তা প্রত্যেকটি কাজেকর্মে দেখা যায়। কেউ শ্রম দিচ্ছে এবং তার বিনিময় হিসেবে পারিশ্রমিক পাচ্ছে। আবার কেউ ফসল উৎপাদন করছে অন্যের খাবারের চাহিদা মিটাচ্ছে বিনিময়ে সে নিজে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পেয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করছে।এর মধ্যে যাদের দ্বীনের জ্ঞান রয়েছে তারা হালাল-হারামের দিকে লক্ষ্য রেখে কার্য সম্পাদন করে।

কারো ক্ষতি বা কাউকে ধোঁকা দিয়ে সে দুনিয়াবি কিছু মূল্যমানের জন্য নিজের সততা কে কুরবানি দেয় না।বরং এ থেকে সে সাদকার সমপরিমাণ নেকি অর্জনের রাস্তা খুজে নেয়।

কারণ সে জানে মানুষকে ধোঁকা দেয়া গেলেও যিনি প্রকাশ্য,গোপন সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তাঁকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না।
ধোঁকা দিয়ে দিলেও এর সাথে হকের বিষয়টা সংশ্লিষ্ট। আজ তা পরিশোধ না করলে ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করলে কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা পরিশোধ না করে উপায় থাকবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেছেন:
ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য।যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।(মুত্বাফফিফীন :১-৩)

দ্বীনি ইলম না থাকলে এই সূক্ষ্ম বিষয় গুলো কেউ জানবেনা এবং তা মানার ও প্রয়াস থাকবেনা।

এবার আসি সবথেকে নাজুক একটা বিষয় নিয়ে যে জ্ঞানের অভাবে আমরা আজ ধবংসের পথে।যে জ্ঞানের অভাবে আমরা আজ আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগ, দ্বীনের জন্য লড়াই, ন্যায়ের পক্ষে গর্জন, আমাদের শক্তি সাহস সব হারিয়ে ফেলেছি। আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে বিচ্যুত। আমাদের গৌরবের ইতিহাস থেকে।যে ইতিহাস আমাদের বয়োবৃদ্ধরা ভুলে গিয়েছেন।যা উনাদেরকে জানানো হয়নি।যা উনারা কখনো জানতে চান নি। ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শুনা জাতি আমরা নই। আমরা বদর, ওহুদের গল্প শুনা জাতি।কিন্তু বাপ দাদাদের দ্বীন ধর্ম রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের ফাঁকে আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বীনের জ্ঞান, হিকমাহ থেকে আমরা বঞ্চিত।
বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব।আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।(মূলক:০১)

আমাদের অভিভাবক আমাদের থেকে বয়সে বড় যারা তারা ঠিকই জানেন নবীদের গল্প তাদের ইতিহাস সম্পর্কে কিন্তু জানেন না ইসলাম কিভাবে তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন।হকের পক্ষে কিভাবে আওয়াজ উঠিয়েছেন।অন্যায়কে কিভাবে প্রতিহত করেছেন। দ্বীন শুধু ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং তা সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বীনের জ্ঞান একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য যেমন ফরজ তেমনি একজন শাসকের জন্য ও ফরজ। দ্বীনকে যেমন সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হয় তেমনি একজন শাসকের জীবনেও তা বাস্তবায়ন হতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদিন তাদের শাসন ছিল ইসলামের শাসন। তাদের ব্যক্তি জীবন আর রাষ্ট্রীয় জীবন আলদা ছিল না। তাদের জীবনের প্রতিটি

ধাপেই ইসলামের জ্ঞান, সৌন্দর্য, আত্মসমর্পণ ছিল। শুধু সালাত আর সিয়ামে আত্মসমর্পণ এর নাম ইসলাম নয়।দ্বীন হচ্ছে জীবনের পরতে পরতে আত্মসমর্পন।
আল্লাহর তায়ালা বলেন

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?
আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।(হা-মীম সিজদাহ :৩৩-৩৪)

দ্বীনকে তার কেন্দ্র থেকে আলাদা করে দিয়ে দ্বীনের খেদমত আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য কিভাবে সম্ভব।তাই বয়োবৃদ্ধ যারা,যারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে আছেন তাদের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান থাকা সবথেকে জরুরি। তাদের হাত ধরেই তো পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামের ইতিহাস জানবে।

এত ভালো, ভালো না)

অভিভাবক বা বয়স্কদের মধে দ্বীনি ইলম শিক্ষার অভাবে তারা নিজেরা যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হন তার থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন তাদের অধীনস্থরা।দ্বীন মানতে গিয়ে রীতিমতো যুদ্ধে জড়াতে হয় দ্বীনে ফেরা ভাইবোনদেরকে।পরিবারের বড়দের মধ্যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে ইসলামের সকল বিধান মানতে যেয়ে হিমশিম খেতে হয়।

সবথেকে বেশি ভুক্তভোগী হন বোনেরা। সালাত, সিয়াম,ঈদ, কুরবানী নিয়ে ধারণা থাকলেও পর্দার মতো ফরজ বিধান সম্পর্কে মোটেও ধারণা নেই তাদের। দ্বীনে ফেরা যেসকল বোনদের থেকে বয়স্কদের মধ্যে ইলম শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চেয়েছি সকলেই পর্দার বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। পর্দা করা নিয়ে এত বেশি কষ্টের স্বীকার হয়েছেন সবাই। আর পর্দার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি বাধা এসেছে বিয়ের ক্ষেত্রে। দ্বীনের প্রকৃত বুঝ না থাকায় পর্দা যে একটা ফরজ বিধান সেটা কেউ মেনে নিতে রাজি হন না।

উনারা মনে করেন এটা অনেক বেশি বাড়াবাড়ি। শালীন ভাবে চললেই হল এত বেশি মানার কি দরকার।এত ভালো, ভালো না। অমুক তোমার ফুফা, তোমার চাচাতো ভাই আপন ভাইয়ের মতো, সে তোমার মামার মতো সবাই তোমার নিজের। তাদের সামনে পর্দার কি আছে।এগুলো তো তাও নরমাল কথা বার্তা এর থেকেও মারাত্মক ভাবে ভাই-বোনদেরকে বুলিং করা হয়। ফোর্স করা হয় দ্বীনের এই বিধান ত্যাগ করার জন্য। অনেকে তো মারধর ও সহ্য করেন তবুও পর্দাকে আকঁড়ে ধরে থাকেন।কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(আল আহযাব:৫৯)

ফরজ বিধান ছেড়ে দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।এটা আল্লাহর থেকে পাওয়া হাদিয়া স্বরুপ।বর্তমান জাহিলিয়াতের জামানায় প্রদর্শন ব্যতীত কোনো কিছুই সম্ভব না।প্যাকেটজাত পণ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে খেলাধুলা,কর্মক্ষেত্র,রিসিপশন, ব্যবসা,চাকরি,গাড়ি সব জায়গায় লাগবে নারী।যার ফলে দ্বীনের বুঝ না থাকায় এই বিধানকে সবাই দ্বীনের বাইরে বাড়াবাড়ি মনে করেন।অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কয়েকটি আয়াত দিয়ে ফরজ করে দিয়েছেন এই বিধানকে।

এর থেকেও বেশি অত্যাচার সহ্য করতে হয় বিয়ের সময়।দ্বীনের জ্ঞানের অভাবে কমন কিছু উক্তি বড়দের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়

- এত পর্দা করে থাকলে বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে আসবে,আত্মীয়স্বজন না দেখলে কি বিয়ের প্রস্তাব দিবে।

- উকিল না দেখলে বিয়ে কেমনে হবে, উকিল প্রস্তাব নিয়ে আসবে না।
- বরের বাবা,মামা,ফুফা উনারা তো নিজের মানুষ।বরের বাবা না দেখলে তো বিয়েই সম্ভব না। বরের বাবারা ই তো ছেলের জন্য পাত্র দেখে বিয়ে ঠিক করেন।
- বিয়েতে এত পর্দা করা লাগেনা। হিজাব মাথায় দিয়ে থাকলেই হলো।
- বিয়েতে আবার কিসের বোরকা সাজগোজ করবা মানুষ দেখবে
- ছবি,ভিডিও ছাড়া কি আজকাল বিয়ে হয়, মানুষ কি বলবে সেকেলে টাইপ বিয়ে।
- মেয়ে কি সস্তা যে কম মোহরানায় ছেড়ে দিব।
- পর্দা বিয়ের পর করে নিও, এখন সব ছেড়ে দাও কয়েকদিনই তো। সবার সামনে গেলে কি আর হবে।
- আল্লাহ তায়ালা কি এত কঠোর এসব বিষয়ে ছাড় আছে নাউজুবিল্লাহ ,এত বেশি বেশি করার কিছু নেই।
- এত দ্বীনদার ছেলে কোথায় পাব,এমন মানুষও কি দুনিয়ায় হয়। আমরা কোথায় গিয়ে খুজব।
- ছেলে নামাজ কালাম পড়ে দাড়ি না থাকলে কি,ছেলে ব্যাংকে উচ্চপদে আছে। এত হারাম হারাম করলে বিয়ে করবা কাকে।

পর্দার ফরজ বিধান এবং বিয়ের মতো একটি ইবাদাতকে ঘিরে এতো এতো গুনাহ সংগঠিত হয় প্রত্যেকটি ঘরে যা দ্বীনের জ্ঞানের অভাবের ভয়ংকর একটি দিক।

পর্দার বিষয়টাকেও একটি আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখা হয়।আমার কাছে অনেক বেশি অবাক লেগেছিল একটি ঘটনায়।আমার নানা মারা যান প্রায় কয়েকবছর আগে। নানি একটু কঠিন মেজাজের আর নানা ছিলেন নরম মেজাজের আমলদার মানুষ।নানিকে কখনো আমি বোরকা পড়তে বা পর্দা করতে দেখিনি।যখন নানাকে খাটিয়ায় রাখা হলো এবং কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে এর পূর্বে নানিকে নিয়ে যাওয়া হলো নানাকে শেষ বার দেখানোর জন্য। বাইরে অনেক পুরুষ মানুষ ছিলেন। তখন বাইরে থেকে বলা হলো নানিকে পর্দার সহিত নেওয়ার জন্য। গায়রে মাহরাম যেন উনাকে না দেখেন।

তখন উনাকে বোরকা নেকাব দিয়ে ঢেকে নিয়া যাওয়া হয় আবার নিয়ে আসা হয়।নানাকে দাফনের পরে কয়েকদিন পার হলো। নানি আবার স্বাভাবিক সবার সামনে যাওয়া আসা করছেন। ওই সময়টায় আমি এত অবাক হয়ে ছিলাম। এটা ভেবে বেশি অবাক হয়েছিলাম যে নানাকে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়ার পূর্বে বাইরে থাকা সকলেই বয়স্ক এবং সমাজের বড় বড় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাদের কথার প্রভাব পড়ে। উনারা জানেন যে মাহরাম নন মাহরাম মানতে হয় না হলে দাইয়ূস হিসেবে আযাব পেতে হবে। কিন্তু সেটা মারা যাওয়ার পরে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য। না এর আগে আর না এর পরে বরং একটি আনুষ্ঠানিকতার মতো এত বড় একটি ফরজ বিধানকে কিভাবে ছোট করে দেয়া হয়েছে।

ভাইদের ক্ষেত্রে দেখতে গেলে রিজিকের ব্যাপারে চাপ দেয়া হয়। হালাল -হারামের দিকে খুঁজ না নিয়ে যে-কোন চাকরি, ব্যবসায় যোগ দিতে জোড়াজুড়ি চলে।দাড়ি রাখতে গিয়ে কথা শুনতে হয়। কম বয়সে দাড়ি রেখে বুড়ো সাজবে কেন,বয়স হলে দাড়ি রাখবে।বয়স হলে হজ্জ করবে, বয়স ৩০ এর পরে বিয়ে করবে।এমন নানাবিদ কথা-বার্তা চলে।

এজন্য যদি আমাদের ঊর্ধ্বতন যারা তাদের মধ্যে দ্বীনের ইলম থাকে, দ্বীনকে জানার মানার আগ্রহ তৈরি হয় তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য দ্বীনকে মানা এবং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে ইন শা আল্লাহ।

ক্বলব

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই,মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।(বাকারাহ:০২)

কুরআন মুমিনের হৃদস্পন্দন।কুরআন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কুরআন জ্ঞানের অফুরন্ত ঝরণা।কুরআন কোনো কিতাব না যা শুধু পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বরং কুরআন একটি জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। কুরআন আলোর পথের সর্বোত্তম বন্ধু। কুরআন আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শক।কুরআন একটি রত্নভান্ডার যা থেকে যতই রত্ন নেয়া যাবে তা কখনোই ফুরোবেনা।

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا

আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।(মুযযাম্মিল:০৪)

কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ বিশেষ ফজিলত রয়েছে।কুরআনের একটি হরফ উচ্চারণে দশটি নেকি পাওয়া যায়।কুরআন তিলাওয়াত কারীর জন্য কিয়ামতের কঠিন সময় কুরআন সুপারিশ করবে।কুরআন তিলাওয়াতকারীর উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে জবান মুবারকের সাথে লেপ্টে রাখতেন। কুরআন পড়া, তা অনুধাবন, কুরআন চর্চা, কুরআনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া এভাবেই উনার পুরো জীবন কুরআনের সাথে ব্যয় করেছেন।তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ কুরআনের স্বাদে ডুবে থাকতেন।তিনি নিজেই ছিলেন জীবন্ত কুরআন।উনার চরিত্রে কুরআন ফুটে উঠতো।

আগেকার সময়ের ছোটবেলা গুলো ছিল কুরআনের সাথে। মজার মজার স্মৃতি। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মক্তবে কুরআন শিখতে যাওয়া।ফজরের পর বাড়ির একটু বয়স্কদের তেলাওয়াতের গুন গুন আওয়াজ। কিন্তু আজকাল তা চোখেই পড়েনা। মক্তবে যাওয়াটাও দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে প্রাইভেট স্কুলের ফাঁকে।

আমরা ভাই-বোন সবার আম্মার থেকে দাদির সাথে বেশি সখ্যতা ছিল।উনার কাছেই প্রথম কুরআন তিলাওয়াত শুনি আবার উনাকেই প্রথম আমি কুরআন শুনাই।ঘুম থেকে উঠেই কুরআন হাতে দিয়ে মক্তবে পাঠিয়ে দিতেন।একটু বয়স্ক যারা তাদের অনেকেই কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন না। আর পারলেও সেটা শুদ্ধ হয়না। অনেক ভুলভাল থাকে যা আগে শিখা হয়েছে।তাদের কাছ থেকেও এর পরবর্তী প্রজন্ম যারা তারাও ভুল শিখে। যেমন:আমার আম্মা

আমার নানির কাছ থেকে যা শিখেছেন সেটার কিছু অংশ হলেও আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এভাবেই একটি শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছায়। এজন্য বয়োবৃদ্ধদের জন্য কুরআনের শিক্ষাটা বেশি জরুরি। কারণ তাদের থেকে আরও অনেকগুলো প্রজন্মের বিস্তার হয়।তাদের শিক্ষাটা সর্বত্র পৌঁছায়।

বর্তমানে কুরআনকে শুদ্ধভাবে শিখার রাস্তা অনেক বেশি সহজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।ছোট -বড়,মধ্য বয়স্ক, বেশি বয়স্ক সবার জন্যই কুরআন শিক্ষা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। অনলাইনে নানান প্লাটফর্ম কুরআনী প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য মেহনত দিয়েই যাচ্ছে।আবার অফলাইনেও সকল জায়গায় কুরআন শিখার জন্য বিভিন্ন একাডেমি গড়ে তুলা হচ্ছে।

ছোট থেকে নিয়ে বয়স্ক সবাই কম বেশি মোবাইলে আসক্ত। আগে বয়স্ক যারা তারা অবসর সময়ে অথবা ভোরে কুরআন নিয়ে বসতেন কিন্তু এখন সে জায়গায় মোবাইল স্থান পেয়েছে এবং কুরআনের সময় দিন দিন কমে যাচ্ছে।তাই তাদের জন্য কুরআন শিক্ষাটা অনেক বেশি জরুরি।কুরআন শিক্ষা করা, কুরআন অন্যকে শিখানো এগুলোতে সময় ব্যয় করা জরুরি।

অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই আছেন শিখার আগ্রহ রয়েছে কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়াতে শিখতে চান না বা লজ্জা পান এই বয়সে কিভাবে শিখবেন। সালাফগণ অনেক বেশি বয়স হয়ে যাওয়ার পরও ইলম অর্জন থেকে বিমুখ হন নি।মৃত্যু পর্যন্ত লেগে ছিলেন ইলম সাধনায়।কুরআনকে বক্ষে, জবানে ধারণ করতে বয়স কোনো বাধা নয় বরং আল্লাহ তায়ালা অন্তরকে কুরআনের জন্য প্রশস্ত করে দিলে তা সহজ থেকেও সহজতর হবে।

আবূ হুরায়রা (রা:)হতে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কুরআন ক্বিয়ামাত দিবসে হাযির হয়ে বলবে, হে আমার প্রভু! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সাওয়াব (মর্যাদা) বাড়ানো হবে।(জামে তিরমিজি :২৯১৫)

যার ক্বলবে কুরআন রয়েছে তার ক্বলব তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথেই জুড়ে আছে।

সফট কর্ণার

দ্বীনের জ্ঞান বিবেকের দরজা খুলে দেয়। দ্বীনের জ্ঞানহীন ব্যক্তি মূর্খতার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করে।আবু জাহেলের প্রকৃত নাম ছিল আবুল হাকাম। আবুল হাকাম মানে জ্ঞানীদের পিতা। পরবর্তীতে দ্বীনকে তাচ্ছিল্য করে দেখা,সাহাবীদেরকে অত্যাচার, রাসূল (সাঃ) কষ্ট দেওয়া এগুলো তাকে মূর্খদের দলে শামিল করে। তার নাম হয়ে যায় আবু জাহেল যার অর্থ মূর্খদের পিতা। আজও ইতিহাসে সে মূর্খদের পিতা হিসেবেই পরিচিত। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও’।(সূরা নূহ:৪৬)

দ্বীনের জ্ঞান মানুষকে মর্যাদার আসনে উন্নিত করে।জ্ঞান অর্জনের রাস্তা কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়।সঠিক ইলম ব্যতীত সহীহ আমল অসম্ভব। যার অন্তরে ইলম যত বেশি হয় তার তাকওয়া ও তত বেশি হয়। ইলম অর্জনের ফলে আল্লাহ তায়ালার ভয়,আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা,আল্লাহকে দেখার আকুতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ইলম ব্যতীত হৃদয়ের দরজা উন্মুক্ত হয়না। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয় আসেনা, আনুগত্য আসেনা। আল্লাহ তায়ালার বানী

বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।(সূরা ফাতির:২৮)

দ্বীনের জ্ঞান অর্জন না করার ভয়াবহ কিছুদিক হলো:

- আমল বিশুদ্ধ না হওয়া।কারো কাছ থেকে শুদ্ধ আমল জানার আগ্রহ না থাকা
- দ্বীনি কোনো একটা বিষয় জানতে লজ্জাবোধ করা, নিজের মধ্যে অহংকার কাজ করা যে আমার থেকে কেউ বেশি জানেনা আমি অন্যকে জিজ্ঞেস করবো কেন।
- ইলম অর্জনের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়া
- কুরআন সহিহ শুদ্ধ ভাবে না শিখা,কুরআনের আদব রক্ষা না করা।
- জান্নাত পাওয়ার লোভ এবং জাহান্নাম থেকে বাচাঁর প্রয়াস না থাকা।
- মিযানের পাল্লায় সবথেকে ভারি হবে উত্তম আখলাক। আখলাক সুন্দর করার প্রতি যত্নশীল না হওয়া।
- সাহাবায়ে কেরামগণ তাবেঈন,তাবে-তাবেঈন,যুগে যুগে আসা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যারা দ্বীনের জন্য জীবনকে কুরবান করেছেন তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়া

যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে লেগে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে থাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার সমূহ।

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।(সূরা মুজাদালা:১১)

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সুন্দরতম দিকসমূহ হলো:

- পৃথিবীতে এত শত বস্তু বিশেষ থাকতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইলম অর্জনকারী এবং তা থেকে আমলকারী ব্যক্তিকে ঈর্ষা করাকে জায়েজ করে দিয়ছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ(রা:) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেবল দু’টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ;

(১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন;

(২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা’আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তাঁর মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।

- যারা ইলমের জন্য দিন রাত এক করে ত্যাগ স্বীকার করে।তাদের জন্য সবকিছুই মাগফিরাত কামনা করে।ইলমের অধিকারী ব্যক্তির জন্য সব কিছুই মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত।’ [সহীহ মুসনাদ আবী ই‘আলা : ২/২৬০; সহীহ জামে‘ সগীর : ৩৭৫৩ কানযুল উম্মাল : ২৮৭৩৭]
- আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
- ‘যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখাবার অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ওই ব্যক্তির অনুরূপ যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে। [ইবন মাজাহ : ২২৭]

ইলম অর্জনের সাথে তা আমলে পরিণত করতে হবে। নিজে শিখার পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষা দিতে হবে। ইলম অর্জনকারী যদি এর উপর আমল না করে তাহলে সেটা কেয়ামতের সময় ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে।তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে উপকারী ইলম এবং সেই অনুযায়ী আমলের জন্য দোয়া করব। হাদিসে এসেছে..

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ
. "

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি দুআ’ এই যে, “হে আল্লাহ্! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না, এমন দুআ’ থেকে যা শোনা হয় না, সেই অন্তর থেকে যা ভীত হয় না এবং সেই দেহ থেকে যা তৃপ্ত হয় না।”(সুনানে ইবনে মাজাহ:২৫০)